রোড সেফটি ফাউন্ডেশন

ফেব্রুয়ারি-২০২০

সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিবেদন

ফেব্রুয়ারি মাসে দেশে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে **৩৮৭** টি। **নিহত ৪৬৩** জন এবং **আহত ৯৪৮** জন। নিহতের মধ্যে শিশু **৫২** এবং নারী **৬৭** জন। এককভাবে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় বেশি প্রাণহানি ঘটেছে। **১০২** টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে **১০৭** জন, যা মোট নিহতের **২৩** শতাংশ। মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার হার **২৬.৩৫** শতাংশ।

দুর্ঘটনায় **১৩৫** জন পথচারী নিহত হয়েছেন, যা মোট নিহতের **২৯** শতাংশ। বাস যাত্রী-**৩৯**, প্রাইভেট কার ও মাইক্রোবাস যাত্রী-**৩৪**, ট্রাক ও পিক-আপ ভ্যান যাত্রী-**২৫**, থ্রি-হুইলার যাত্রী **১১২** ও অন্যান্য যানবাহনে **১১ জন** নিহত হয়েছেন। যানবাহনের চালক ও সহকারী নিহত হয়েছেন **৫১** জন।

দুর্ঘটনায় ১৮ থেকে ৫৫ বছর বয়সী কর্মক্ষম মানুষ নিহত হয়েছেন **৩২৯** জন, অর্থাৎ **৭১.০৫** শতাংশ।

দুর্ঘটনাসমূহ আঞ্চলিক সড়কে **২৩৬** টি (**৬১%**) এবং মহাসড়কে **১৫১ টি** (**৩৯%**) ঘটেছে।

দুর্ঘটনার পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, মুখোমুখি সংঘর্ষ **৭৮** (২০.১৫%), নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে **৮৬** (২২.২২%), সাইড দিতে যেয়ে **৬০** (১৫.৫০%), চাপা দেয়া **১৩৬** (৩৫.১৪%) এবং অন্যান্য কারণে ২৭ (৬.৯৭%) টি দুর্ঘটনা ঘটেছে।

দুর্ঘটনায় দায়ী যানবাহনের সংখ্যা-**৫৮৪**। (বাস-**৮৭**, ট্রাক ও পিক-আপ-**১০৪**, কাভার্ড ভ্যান-**২১**, লরি ও ট্রাক্টর-**১৪**, কার ও মাইক্রোবাস-**৪৩**, মোটরসাইকেল-**১০২**, বাইসাইকেল-**১৩**, রিকশা-**২৮**, নসিমন-করিমন-আলমসাধু-মাহেন্দ্র-**১১৭**, ইজিবাইক-**৩৮**, ট্রলি-**৪** ও অন্যান্য যানবাহন-**১৩** টি।

৪৭ টি রেল দুর্ঘটনায় নিহত ৪৪ এবং **আহত ১৭ জন। ৭টি নৌ-দুর্ঘটনায় ৩২ জন নিহত ও ৩৯ আহত হয়েছেন।**

রোড সেফটি ফাউন্ডেশন ৭টি জাতীয় দৈনিক, ৪টি অনলাইন নিউজ পোর্টাল এবং ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমের তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে।

সড়ক দুর্ঘটনার কারণসমূহ:

১. ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন; ২. বেপরোয়া গতি; ৩. চালকদের অদক্ষতা ও শারীরিক-মানসিক অসুস্থতা; ৪. বেতন-কর্মঘন্টা নির্দিষ্ট না থাকা; ৫. মহাসড়কে স্বল্পগতির যানবাহন চলাচল; ৬. তরুণ-যুবদের বেপরোয়া মোটরসাইকেল চালানো; ৭. জনসাধারণের মধ্যে ট্রাফিক আইন না জানা ও না মানার প্রবণতা; ৮. দুর্বল ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা; ৯. বিআরটিএ'র সক্ষমতার ঘাটতি; ১০. গণপরিবহন খাতে চাঁদাবাজি।

সুপারিশসমূহ:

১. দক্ষ চালক তৈরির উদ্যোগ বৃদ্ধি করতে হবে; ২. চালকদের বেতন-কর্মঘন্টা নির্দিষ্ট করতে হবে; ৩. বিআরটিএ'র সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে; ৪. পরিবহন মালিক-শ্রমিক, যাত্রী ও পথচারীদের প্রতি ট্রাফিক আইনের বাধাহীন প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে; ৫. মহাসড়কে স্বল্পগতির যানবাহন বন্ধ করে এগুলোর জন্য আলাদা রাস্তা তৈরি করতে হবে; ৬. পর্যায়ক্রমে সকল মহাসড়কে রোড ডিভাইডার নির্মাণ করতে হবে; ৭. গণপরিবহনে চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হবে; ৮. রেল ও নৌ-পথ সংস্কার করে সড়ক পথের উপর চাপ কমাতে হবে; ৯. রারবার কমিটি গঠন এবং সুপারিশমালা তৈরির চক্র থেকে বেরিয়ে টেকসই পবিহন কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে রাজনৈতিক সদিচ্ছা পোষণ করতে হবে।

মন্তব্য: গত জানুয়ারি মাসের তুলনায় ফেব্রুয়ারি মাসে সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা ও আহত নিহতের পরিমাণ উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে। সামগ্রিকভাবে সড়ক নিরাপত্তা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। গত জানুয়ারি মাসে **৩৪০** টি সড়ক দুর্ঘটনায় **৪৪৫** জন নিহত ও **৮৩৪** জন আহত হয়েছিল।

স্বাক্ষরিত

(সাইদুর রহমান)
নির্বাহী পরিচালক
রোড সেফটি ফাউন্ডেশন